জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

প্রতিবেদন প্রণয়ন
মীর আশরাফুন নাহার
ওমর রাদ চৌধুরী
আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা

তত্ত্বাবধান
সায়মা হক বিদিশা

এই পুস্তিকাটি সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

SANEM
RESEARCH I KNOWLEDGE I DEVELOPMENT

জেন্ডার বাজেটিং বা জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট

নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে এবং সার্বিকভাবে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিরসনে মূল জাতীয় বাজেটের ভূমিকা ও অবদানের মাত্রা বিশ্লেষণ করার একটি পদ্ধতি হল জেন্ডার বাজেটিং বা জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট; এটি নারীর জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত কোনো বাজেট নয়। জেন্ডার বাজেটিং এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য উদ্ভূত বাধা, মন্ত্রণালয়গুলোর ও সার্বিক উন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা, ইত্যাদির মূল্যায়ন করা হয়। **জেন্ডার বাজেটিং হলো** জেন্ডার বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেট প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন এবং বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ভিত্তিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্তি, মূলধারার বাজেটের জেন্ডারে-ভিত্তিক বন্টন/হিস্যা নির্ধারণ এবং সম্পদ বন্টনে জেন্ডার সমতাকে প্রাধান্য দেয়া। বাংলাদেশের মত পুরুষতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় নারীর অগ্রগতির জন্য জেণ্ডার বাজেটিং এর কার্যকরী প্রয়োগ অপরিহার্য।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৯ সালে গৃহীত "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন সনদ" বা *কনভেনশন অন দা এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইন্সট ওমেন* (সিডো)-এ নীতিগতভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা থাকলেও, সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতিতে জেণ্ডার সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্তির জন্য কোনো নির্দেশনা ছিল না। পরবর্তীতে, ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের কর্মসূচী উত্থাপিত হয়। সে সময় থেকেই, বিভিন্ন দেশ জেণ্ডার বাজেটিং প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে আসছে।

বাংলাদেশে জেণ্ডার বাজেটিং

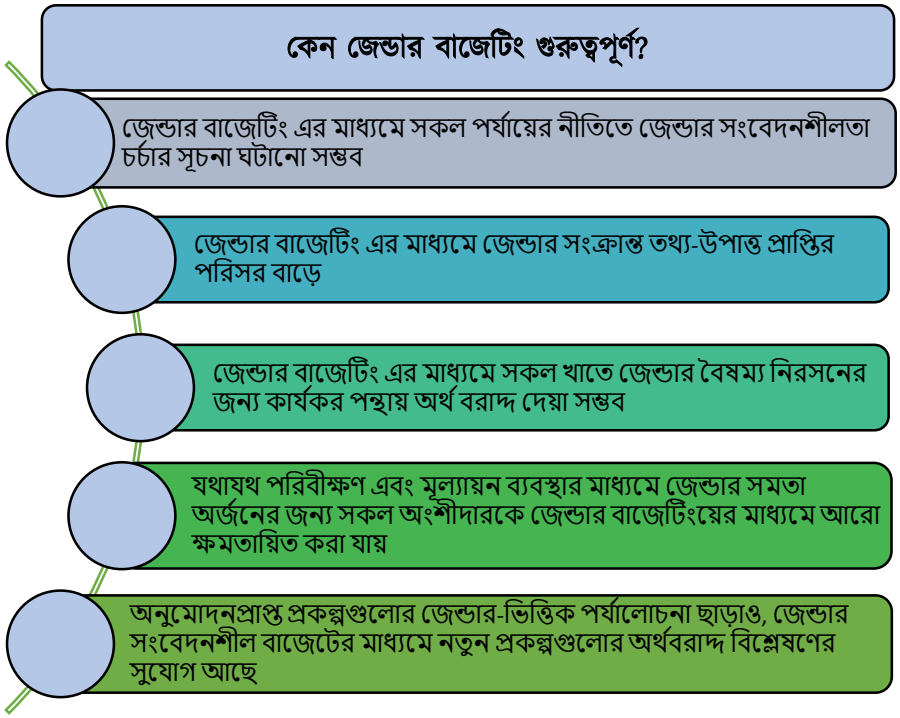

বাংলাদেশে জেণ্ডার বাজেটিং তুলনামূলকভাবে নতুন। জেণ্ডার সমতা অর্জনের জন্য বরাদ্দ অর্থ-সম্পদের ব্যবহার নিরীক্ষা, যাচাই ও এ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থ বিভাগ "পৌনঃপুনিক, পুঁজি, জেণ্ডার ও দারিদ্র্য তথ্যশালা" বা *রিকারেন্ট, ক্যাপিটাল, জেণ্ডার এন্ড পোভার্টি (আরসিজিপি) ডাটাবেইজ* তৈরী করে। তবে জেণ্ডার বাজেট প্রণয়ন ও প্রয়োগ শুরু হয় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে। প্রথম এই জেণ্ডার বাজেটে চারটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বাজেটের বিশ্লেষণ করা হয়। মন্ত্রণালয় চারটি হোলো: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শুরু হয় এবং জেণ্ডার বাজেটিং এর আওতা বাড়তে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জেণ্ডার বাজেট রিপোর্টে ৪৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জেণ্ডার সমতা সংক্রান্ত অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের ধারা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করতে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যৌথভাবে একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। এ গবেষণা প্রকল্পের সারমর্ম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার জন্য সুপারিশসমূহ এই পুস্তিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জেণ্ডার সমতা: বর্তমান অবস্থা

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বেশ কিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের নারীদের প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও, সামাজিক সংস্কার এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচলন জেণ্ডার সমতা অর্জনের পথে নানা বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে তাই নারীর ক্ষমতায়ন সামজস্যপূর্ণ নয়। নীচের সারণীগুলো বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের নারীদের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরেছে:

ফল নির্দেশিকা	উপাত্ত	সূত্র
নারী শিক্ষা		
লিঙ্গ অনুপাতে জনসংখ্যার প্রাপ্তবয়স্কদের (১৫ বছর উর্ধ্ব) মধ্যে সাক্ষরতার হার	২০১৪: ৫৮.২% (নারী); ৬৪.৭% (পুরুষ) ২০১৭: ৭০.১% (নারী); ৭৫.৭% (পুরুষ)	বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০১২-২০১৭
মোট ভর্তি অনুপাতের জেণ্ডার সমতা সূচক	প্রাথমিক শিক্ষা: ১.১%; মাধ্যমিক শিক্ষা: ১.২%; উচ্চ শিক্ষা: ০.৭% (২০১৭)	ব্যানবেইস
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদনের হার	ছেলে: ৯৭.৪৮%; মেয়ে: ৯৭.৬৮% (২০১৭)	
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণে নারী শিক্ষার্থী ভর্তির হার	২৫.৩৪% (২০১৭)	
উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশলবিদ্যা ও গণিতে স্নাতক নারী শিক্ষার্থীর হার	১৯.৮% (২০১৭)	ইউনেস্কো
মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার		
মাথা পিছু মোবাইল ফোন	**শহরাঞ্চল: ৮২% (পুরুষ), ৫৭% (নারী); গ্রামাঞ্চল: ৭৮% (পুরুষ), ৪২% (নারী)**	**রায়হান, উদ্দিন ও আহম্মেদ (২০২১)**
ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে এমন তরুণী/যুবতী	মোট: ১৫% (গ্রামাঞ্চলে ১৩%, শহরাঞ্চলে ২৩%)	
কম্পিউটার ব্যবহার করেছে এমন তরুণী/যুবতী	গ্রামাঞ্চলে ৪%, শহরাঞ্চলে ১৩%	

ফল নির্দেশিকা	উপাত্ত	সূত্র
মাতৃমৃত্যু এবং বাল্য বিবাহ		
মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি এক হাজার জন্মদানে)	২০১৭: ১.৭	বাংলাদেশের জেন্ডার পরিসংখ্যান, ২০১৮
বাল্যবিবাহে জাতীয় অবস্থান	বিশ্বে বাল্যবিবাহে সর্বোচ্চ ১০টি দেশের মধ্যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ৮ম	জাতিসংঘ, ২০২০
বাল্য বিবাহের হার	৫১% (২০২০)	
নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা		
স্বামী/সঙ্গী দ্বারা শারীরিক, যৌন ও মানসিক নিপীড়ন/সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বয়সী বা তদূর্ধ্ব নারীর অনুপাত/হার	৫৪.৭% (২০১৫)	নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বয়স এবং নিপীড়ন সংঘটনের স্থান অনুসারে, গত ১২ মাসে স্বামী/সঙ্গী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যৌন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বয়সী বা তদূর্ধ্ব নারীর অনুপাত/হার	৪.২% (২০১৫)	
শ্রম শক্তিতে নারী		
শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হার	**গ্রামাঞ্চল: ৮০.৩% (পুরুষ), ৩৮.৬% (নারী); শহরাঞ্চল: ৮১.৫১% (পুরুষ), ৩৬.৩৭% (নারী) (২০১৬-১৭)**	**বিশ্ব ব্যাংক**
শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হারে স্থবিরতা	গত এক দশকে শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৩৬% এ স্থবির হয়ে আছে	রায়হান এবং বিদিশা, ২০১৮
অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নারী কর্মীর সংখ্যা (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)	৪.৩৬ কোটি (২০১৭)	শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৭
শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ কোনটিতেই নেই এমন জনসংখ্যার হার	পুরুষ: ১০%, নারী: ৪৭%	আইএলও, ২০২০
নারীর কর্মসংস্থানের হার (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)	আনুষ্ঠানিক: ৮.২% অনানুষ্ঠানিক: ৯১.৮%	শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৭
বেকারত্ব (%)	পুরুষ: ৩.০%; নারী: ৬.৮%	পাক্ষিক শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৫-১৬
নারী নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (নারী উদ্যোক্তা)	২০০৩: ২.৮%; ২০১৩: ৭.২১%	অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিং: কর্মপদ্ধতি

প্রতি অর্থবছরের শুরুতে, অর্থ মন্ত্রণালয়, অন্য সব মন্ত্রণালয়ে একটি সার্কুলার প্রেরণ করে (বাজেট আহ্বান সার্কুলার ১), সার্কুলারে মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যক্রমগুলোর জেন্ডার সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের জন্য নানা মানদণ্ড ও সূচক দেয়া থাকে. মন্ত্রণালয়গুলো তাদের প্রতিটি কর্মসূচী নারীর উন্নয়নে কী প্রভাব ফেলছে সেটি বিশ্লেষণ করে:-এই ১৪টি মানদণ্ড অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিচার করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ০-১০০ এই স্কেলে নাম্বার প্রদান করা হয়, এই মূল্যায়নগুলো পাওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয় অন্য মন্ত্রণালয়গুলোর প্রকল্প/কর্মসূচীগু পৌনঃপুনিক, পুঁজি, জেণ্ডার ও দারিদ্র্য কাঠামো" বা রিকারেন্ট, ক্যাপিটাল, জেণ্ডার এন্ড পোভার্টি (আরসিজিপি) মডেলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে মোট ব্যয়ের কত অংশ নারীদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয় সেটি এবং একটি মান ব্যবস্থার সাহায্যে পৌনঃপুনিক ও উন্নয়ন বাজেটের জেন্ডার-ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত উঠে আসে। পরিচালনা বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ হিসেব করা হয় শ্রমশক্তিতে নারীদের অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে। উপরোল্লিখিত ১৪টি মানদণ্ড অনুযায়ী, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রক্লপের মোট ব্যয়ের কতটুকু প্রত্যক্ষভাবে নারীদের জন্য কাজে লাগবে সেটি নির্ধারণ করা হয়। এভাবে সব মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচীগুলোর তথ্যগুলোকে একত্র করে অর্থ মন্ত্রণালয় জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্ট তৈরি করে।

নারীর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বরাদ্দ ব্যয়ের অনুপাত	প্রভাবের মাত্রা নির্ধারণের নিয়মাবলী
'০'	উপরোল্লিখিত ১৪টি মানদণ্ড অনুযায়ী, নারীর উন্নয়ন বা সার্বিক কল্যাণের ওপর যেসব প্রকল্প/কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব নেই
'১-৩৩'	উপরোল্লিখিত ১৪টি মানদণ্ড অনুযায়ী, নারীর উন্নয়ন বা সার্বিক কল্যাণের ওপর যেসব প্রকল্প/কর্মসূচীর ন্যূনতম/সামান্য প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে
'৩৪-৬৬'	উপরোল্লিখিত ১৪টি মানদণ্ড অনুযায়ী, নারীর উন্নয়ন বা সার্বিক কল্যাণের ওপর যেসব প্রকল্প/কর্মসূচীর মধ্যম পর্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে
'৬৭-৯৯'	উপরোল্লিখিত ১৪টি মানদণ্ড অনুযায়ী, নারীর উন্নয়ন বা সার্বিক কল্যাণের ওপর যেসব প্রকল্প/কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে
'১০০'	যেসব প্রকল্প/কর্মসূচীর নারী উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। নারীরাই এসব প্রকল্প/কর্মসূচীর সুবিধাভোগী।

তথ্যসূত্র: বিদিশা এবং ভিল্লাগোমেজ (২০২১)

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিং এর ধারা

নীচের সারণীগুলো থেকে বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিংয়ের যে চর্চা বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অর্থবছর	মোট বাজেট (কোটি টাকা)	নারীদের জন্য বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাজেটে নারীদের জন্য বরাদ্দ (%)	জিডিপিতে নারীদের জন্য বরাদ্দ (%)	মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা
২০০৯-১০	১১০৫২৩	_	২৪.৬৫	৩.৯৫	৪
২০১০-১১	১৩০০১১	৩৪২২১	২৬.৩২	৪.৩৬	১০
২০১১-১২	১৬১২১৩	৪২১৫৪	২৬.১৫	৪.৬১	২০
২০১২-১৩	১৮৯২৩১	৫৪৩০২	২৮.৬৮	৫.২৩	২৫
২০১৩-১৪	২১৬২২২	৫৯৭৫৬	২৭.৬৪	৫.০৬	৪০
২০১৪-১৫	২৩৯৬৬৮	৬৪০৮৭	২৭.৭৪	৪.২৩	৪০
২০১৫-১৬	২৬১৫৬৫	৭১৮৭২	২৭.১৭	৪.১৬	৪০
২০১৬-১৭	৩৪০৬০৪	৯২৭৬৫	২৭.২৫	৪.৭৩	৪০
২০১৭-১৮	৪০০২৬৬	১১২০১৯	২৭.৯৯	৫.০৪	৪৩
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৮০	১৩৭৭৪২	২৯.৬৫	৫.৪৩	৪৩
২০১৯-২০	৫২৩১৯১	১৬১২৪৭	৩০.৮২	৫.৫৬	৪৩
২০২০-২১	৫৬৮০০০	১৬৯০৮৩	৩০.৯৮	৬.০	৪৩
২০২১-২২	৬০৩৬৮১	১৯৭৫২৪	৩২.৭২	৫.৭১	৪৩

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০১৯-২০			অর্থবছর ২০২০-২১			অর্থবছর ২০২১-২২		
	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৫.৬০	১৩.৯৪	৭৯.৫৪	৫৭.৫	১০.৩	৬৭.৯	৫৯.১	১০.০	৬৮.১
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৩.৮৪	৭.৮৬	৪১.৭০	২৭.০	১২.৭	৩৯.৯	২৫.৪	১৪.৪	৩৯.৮
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪.৩০	৩২.৪০	৩৬.৭০	৬.৮	২৭.৯	৩৪.৬	২.৭	২৪.৩	২৭.০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২.২৪	১৮.৮৫	২১.১৩	৪.৭	৬.২	১০.৯	১৫.৬	৬.৫	২২.২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২.৬০	৪১.০৯	৫৩.৬৯	১৪.৬	৪৭.৩	৬১.৮	১০.৪	৪৮.৩	৫৮.৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৯.৬২	১৬.৬১	৩৬.২৩	১৯.৮	১৬.৭	৩৬.৬	১৯.০	১৮.৪	৩৭.৪
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০.৪২	৩৪.৩১	৩৪.৭৩	০.৯	৩০.৩	৩১.২	০.২	২৭.৬	২৭.৮
তথ্য মন্ত্রণালয়	৩০.৫৩	৭.২৫	৩৭.৭৮	৩৩.৬	১১.৬	৪৫.২	৩৪.৭	১২.১	৪৬.৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৭.৬২	১১.২৭	৪৮.৮৯	৪০.৯	১০.৫	৫১.৪	৪০.৬	১০.১	৫০.৭
শিল্প মন্ত্রণালয়	৫৫.১২	০.৩৩	৫৫.৪৫	৫২.৬	০.০	৫২.৬	২৩.১	০.০	২৩.১
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৪০.৯৩	৪.৬০	৪৫.৫৩	৪১.৬	৪.৭	৪৬.৩	৩৮.৩	৪.৬	৪২.৮

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার বাজেটিং এর ধারা

নীচের চিত্রগুলো থেকে বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিংয়ের যে চর্চা বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

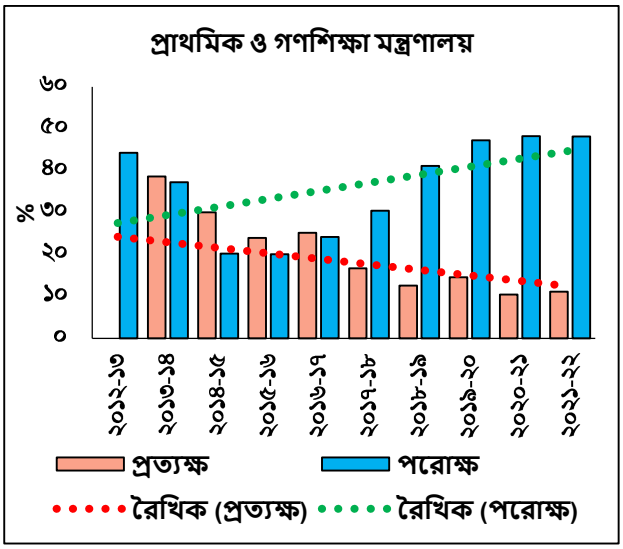

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

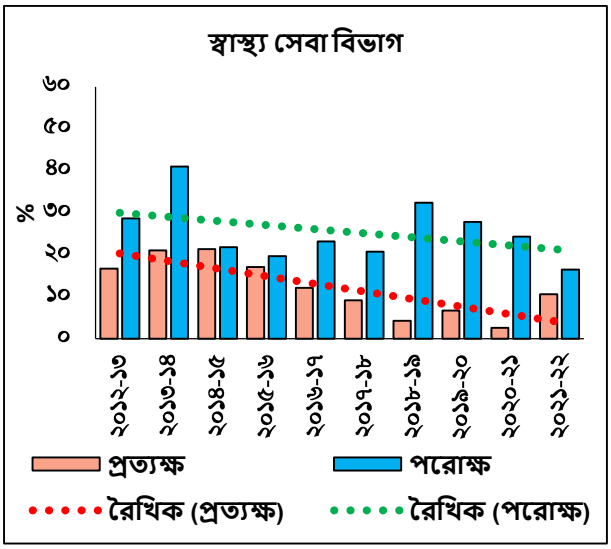

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

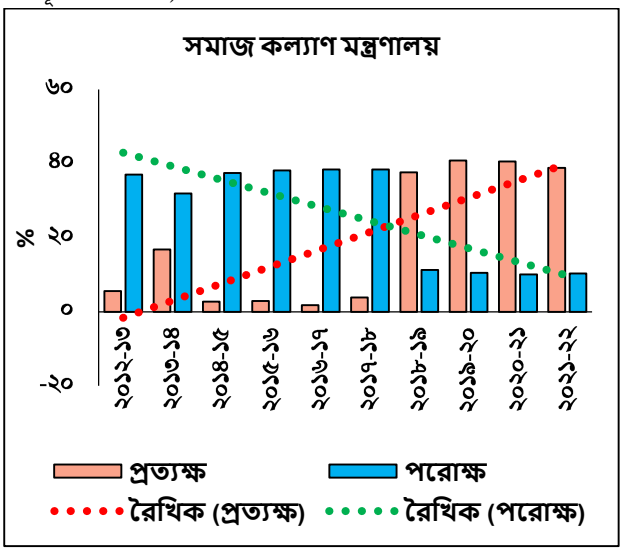

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

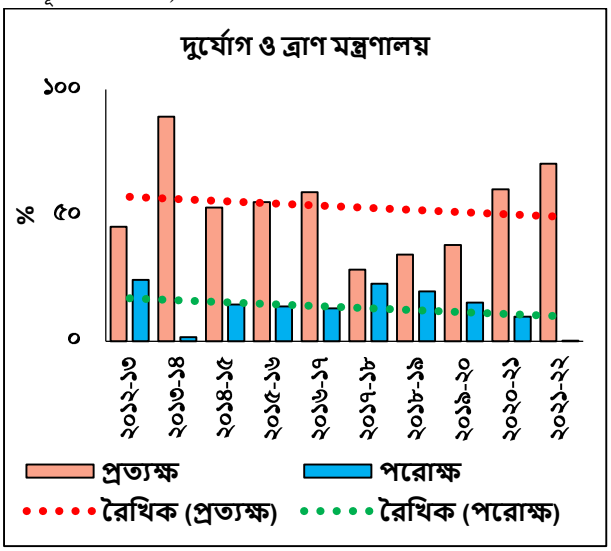

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গুরুত্বপূর্ণ যে সব জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রকল্প রদ করা হয়েছে (অর্থায়ন বন্ধ করা হয়েছে)	
প্রকল্প	**মন্ত্রণালয়**
কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০২১ – জুন ২০২৩)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য BMET-এর অধীনে ৭৩ টিটিসি-তে গৃহস্থালিকাজের ওপর ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)
শি-পাওয়ার প্রকল্প—আইসিটির মাধ্যমে নারীদের জন্য টেকসই উন্নয়ন	আইসিটি বিভাগ
নারী চা শ্রমিকদের জীবিকা ও দারিদ্র্যের উন্নতির জন্য মালাবার বাদাম গাছের উৎপাদন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০২১-২২, পরিকল্পনা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য গৃহীত প্রধান নীতি ও কর্মসূচীর বিবরণ

প্রকল্প (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
কিশোর কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা	৬২.৯২
২১ টি জেলার গ্রামীণ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশু প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি পরিষেবা	১২.৫৫
নারীদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রি কোলাজ প্রতিষ্ঠা	১১
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (DWA)	২.৩৫
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় উপকূলীয় সম্প্রদায় বিশেষ করে নারীদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা	১১০.৬
ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ (ICVGD) (২য় পর্ব)	৫২.৬৭
ঢাকার মিরপুর ও খিলগাঁওয়ে অবস্থিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের উল্লম্ব সম্প্রসারণ	১.৩৬
২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রকল্প স্থাপন	১১.৮৯
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিস (আইজিএ) প্রশিক্ষণ	৬৮.৮
নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান হোস্টেলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার	২১.২২
নারী অধিকারের অগ্রগতি	৩.০২
বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বন্ধে ত্বরান্বিত পদক্ষেপ	০.৫২
সোনাইমুড়ী, কালিগং, আড়াইহাজার ও মধ্যবাড়িয়া উপজেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল স্থাপন।	৫.০০

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

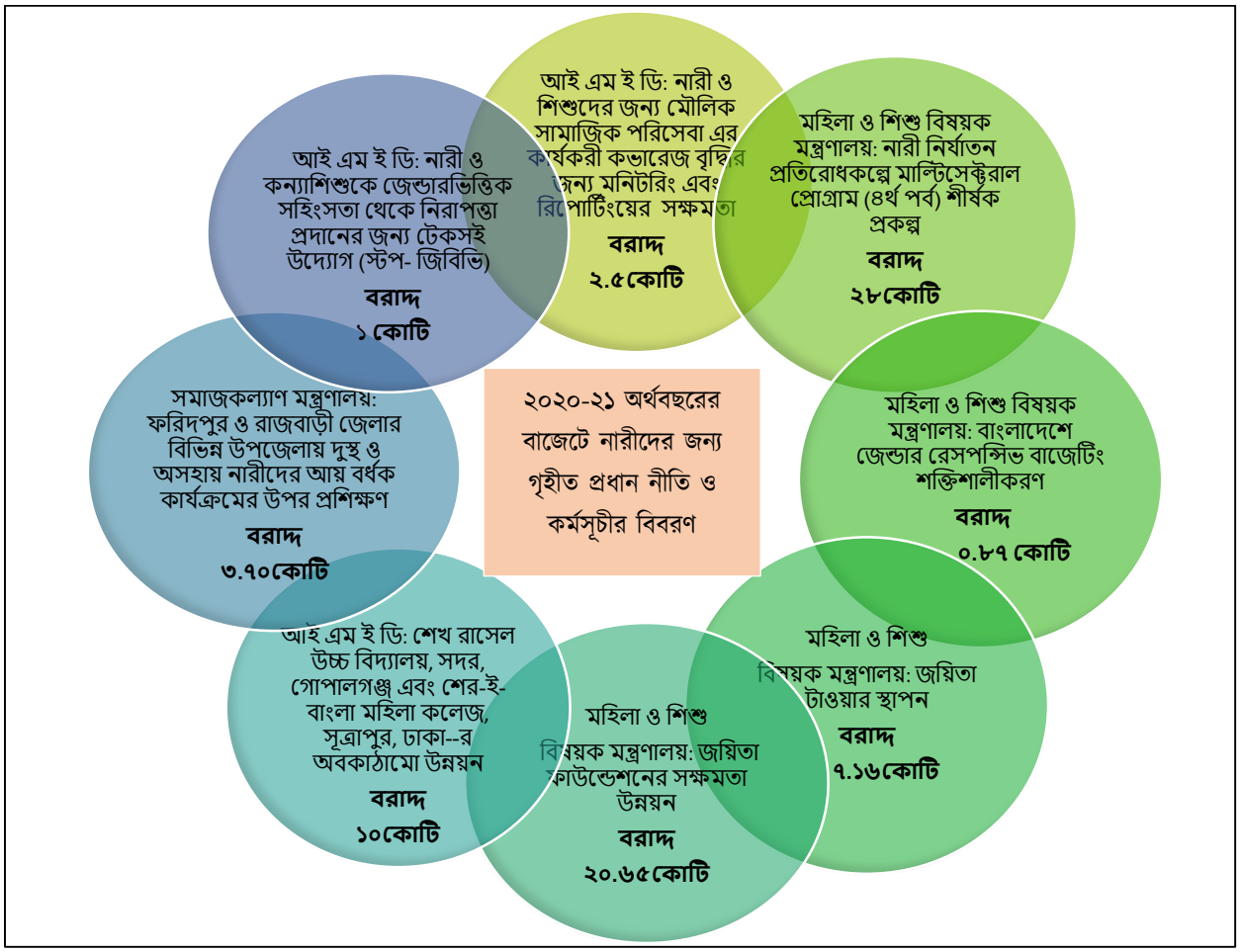

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটের চ্যালেঞ্জসমূহ
➢ জেন্ডার বাজেটের মধ্যে পরিচালনা ও উন্নয়ন উভয় বাজেটই অন্তর্ভুক্ত। তবে, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালনা বাজেটের প্রভাব, উন্নয়ন বাজেটের মত নয়।
➢ উপরন্তু, সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একইভাবে ভূমিকা রাখে না।
➢ জেন্ডার বাজেটের বিশ্লেষণ সুনির্দিষ্ট, নৈর্ব্যক্তিক ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত।
➢ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে (ইউনেস্কাপ)।
➢ ফলে, প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পই ভালোমত খতিয়ে দেখার দরকার আছে।
➢ বেশ কিছু জেন্ডার-সুনির্দিষ্ট প্রকল্প রদ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রকল্পের হার: অর্থ বছর ২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮০	৭২	৬৭	৬৮	৭৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	১৩	২২	১৮	১১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪	৪	১১	১০	১০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৫	৫	১১	১০	৪
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০	১০	৪	৪	৪

**প্রকল্পের হার গণনা করা হয়েছে, তথ্যসূত্র: আই এম ই ডি, পরিকল্পনা কমিশন*

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা পরিমাপের মাপকাঠি

মানদণ্ড	উদাহরণ
জেন্ডার-সুনির্দিষ্ট	সিলেট, বরিশাল, রঙপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
জেন্ডার-প্রণোদিত	উদ্যোক্তা এবং কর্মসংস্থানের জন্য যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প
অসংজ্ঞায়িত	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা ২৩ জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা শিক্ষার্থী ভর্তি পরিসর বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন

সর্বশেষ পাঁচটি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জেন্ডার সংবেদনশীলতা

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত "সরাসরি" জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলিতে বৃদ্ধির একটি স্থির প্রবণতা রয়েছে, যা প্রশংসনীয়।

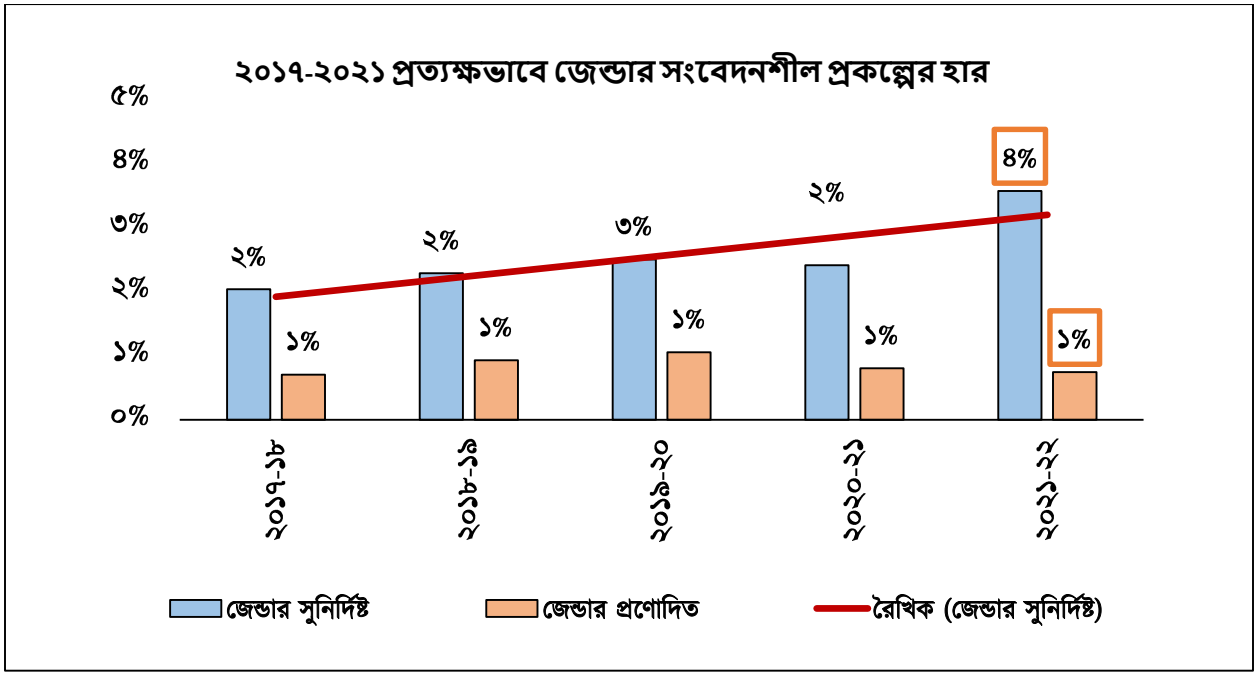

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে জেন্ডার নির্দিষ্ট প্রকল্পের হার

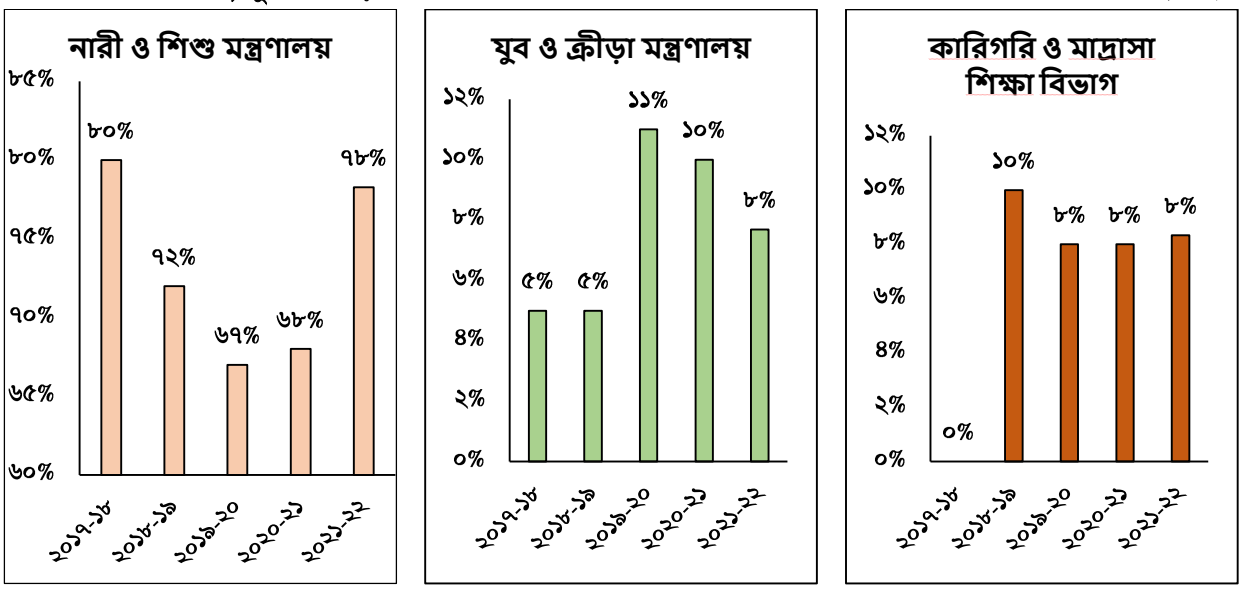

তথ্যসূত্র: আই এম ই ডি, পরিকল্পনা কমিশন

অনুসরণীয় আন্তর্জাতিক রীতি

অস্ট্রেলিয়া

- মূলধারার বরাদ্দ ব্যয়সহ করব্যবস্থার জেন্ডার সংবেদনশীলতা স্বীকৃত
- নারীর অবৈতনিক সেবামূলক কাজ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্ভুক্তি

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

- কমিউনিটি বা এলাকাভিত্তিক সমস্ত নীতিতে জেন্ডার ইস্যুর অন্তর্ভুক্তি
- সমতামূলক কাজ এবং কাঠামোগত বরাদ্দের ব্যবহার
- কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়সাধন
- জেন্ডার সমতা অর্জনের অগ্রগতির জন্য পাঁচটি সুনির্দিষ্ট পরিসর চিহ্নিতকরণ

জি-সেভেন

- সরকারের ব্যয় নীতি এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষ সন্নিবেশন
- কার্যকরি জেন্ডার-সুনির্দিষ্ট সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- নারীর আয় বৃদ্ধি করে এমন ভর্তুকি ও সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা (আইএমএফ, ২০১৭)

ওইসিডি দেশগুলোতে জেন্ডার বাজেটিং কর্মপদ্ধতির কৌশল

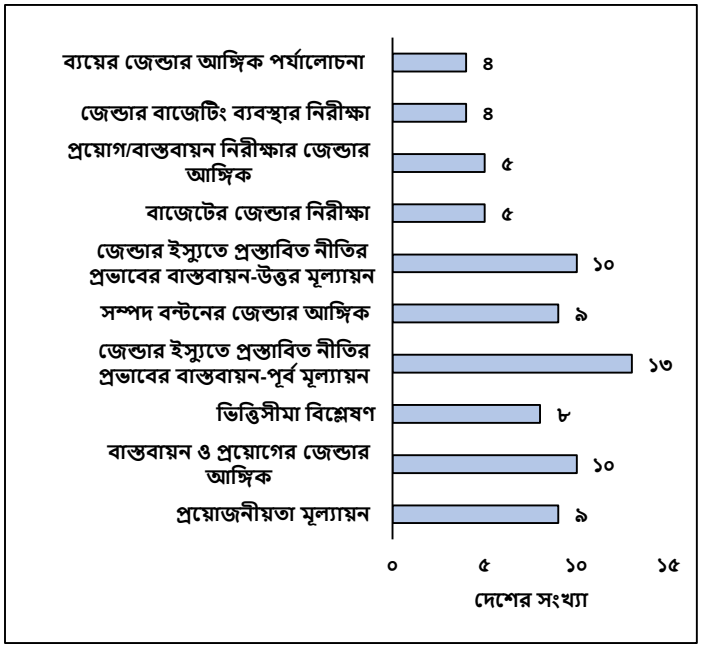

তথ্যসূত্র: ও ই সি ডি, ২০১৮

ভারতে জেন্ডার বাজেটিং

সাধারণ কর্মপদ্ধতি

সরকারি ব্যয়কে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী এবং নারীদের জন্য বরাদ্দের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ (আই এম এফ, ২০১৬)

সরকারি ব্যয়কে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: ১) নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ ২) নারী-বান্ধব বরাদ্দ, অর্থাৎ যেসব প্রকল্পের অন্তত ৩০% সুবিধাভোগী নারী ৩) মূলধারার সরকারি ব্যয়ের জেন্ডার-বিভাজিত প্রভাব (০ থেকে ৩০% পর্যন্ত সুবিধাভোগী নারী) (আই এম এফ, ২০১৬)

২০০৪-০৫ সালে, ভারতের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় "জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে বাজেট" শীর্ষক স্লোগান এবং নিম্নোক্ত আঙ্গিকগুলো প্রাধান্য দিয়ে একটি কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন করে:

- মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে স্বতন্ত্র জেন্ডার বাজেট সেল গঠন
- সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের ধারণা ও কৌশলগুলো সচেতন করে তোলা
- জেন্ডার বিশ্লেষণের জন্য লিঙ্গ-বিভাজিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল ডাটাবেজ গঠন
- জেন্ডার বাজেট সনদ গঠন
- জেন্ডার বাজেটের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের জন্য যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ	জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সুপারিশসমূহ
প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও প্রভাব নিয়ে জেন্ডার-বিভাজিত তথ্যের অভাব	নারীর ক্ষমতায়নের সার্বিক প্রকল্পগুলোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরী, প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ দরকার
কিছু গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রকল্প রদ	যেসব প্রকল্প প্রত্যক্ষভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৫, ৮, ৩, ৪, ইত্যাদি অর্জনে নিয়োজিত সেগুলোকে উন্নয়ন বাজেটে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার
	সরকারের প্রধান নীতিমালাগুলো যেমন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সিডো, জাতীয় নারী নীতি, এন.এপি ইসি.এম, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, ইত্যাদি জেন্ডার বাজেটিং এর প্রেক্ষিতে পরিবর্তন প্রয়োজন
মন্ত্রণালয়গুলো বাজেট বরাদ্দ বেশি পেলেও, জেন্ডার-সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের ব্যয় অপর্যাপ্ত	জেন্ডার বাজেট প্রস্তুত ও পরিবীক্ষণের জন্য জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও উন্নয়ন কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে একটি সেল তৈরি করা উচিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের
	জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন,প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন দরকার
মন্ত্রণালয়গুলোতে মোট বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা অপ্রতুল	সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন, প্রকল্প চূড়ান্ত করার আগে এই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা দরকার
অনুসরণীয় আন্তর্জাতিক রীতিগুলোর চর্চা দেশে এখনও সূচনা হয়নি	নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জেন্ডার-বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ
	মধ্যবর্তী বাজেট কাঠামো প্রক্রিয়ার একটি পুনঃমূল্যায়ন দরকার যাতে জেন্ডার-সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি করা যায়
জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের চর্চার অভাব	অনুসরণীয় আন্তর্জাতিক রীতিগুলোকে দেশের জেন্ডার বাজেটিং প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক